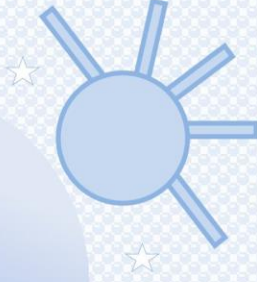




U-TURN JOB ACADEMY

"Change your study plan with us for a better Career"



All in One জব ব্যাচ

লেকচার শিট ৩

বিষয়: বাংলা ১

এই শিটে যা থাকছে

সাহিত্যের যুগবিভাগ

চর্যাপদ

অন্ধকার যুগ

অনুবাদ-সাহিত্য

রামায়ণ

মহাভারত

ভাগবত



BCS, Bank, প্রাইমারি, নিবন্ধন ও ১১-২০ গ্রেড-সহ

সকল চাকরির প্রস্তুতি এক প্ল্যাটফর্মে।

☎ 01324-995500



www.uturnjobacademy.com



Follow - U-turn Job Academy
(Facebook Page)

Scan Here for
More Details!



01324-995500



বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

প্রাচীন যুগ

৬৫০ খ্রি. - ১২০০ খ্রি./৯৫০খ্রি. - ১২০০ খ্রি.

মধ্যযুগ

১২০১ খ্রি. - ১৮০০ খ্রি. (অন্ধকার যুগ: ১২০১ খ্রি. - ১৩৫০ খ্রি.)

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগ: ১২০১ খ্রি. - ১৫০০ খ্রি.

চৈতন্য যুগ: ১৫০১ খ্রি. - ১৬০০ খ্রি.

চৈতন্য-পরবর্তী যুগ: ১৬০১ খ্রি. - ১৮০০ খ্রি.

আধুনিক যুগ

১৮০১ খ্রি. - বর্তমান

প্রস্তুতি পর্ব: ১৮০১ খ্রি. - ১৮৫০ খ্রি.

বিকাশ পর্ব: ১৮৫১ খ্রি. - ১৯০০ খ্রি.

রবীন্দ্রযুগ: ১৯০১ খ্রি. - ১৯৪০ খ্রি.

অতি-আধুনিক যুগ: ১৯৮১ খ্রি. - বর্তমান

প্রাচীন যুগের অন্যান্য নাম

গীতিকবিতার যুগ, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, মুসলমানপূর্ব যুগ, প্রাক-তুর্কি যুগ, গৌড় যুগ ইত্যাদি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বকে 'প্রাচীন বা মুসলমানপূর্ব যুগ' বলেছেন।

ড. দীনেশন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগকে 'হিন্দু-বৌদ্ধযুগ' বলেছেন। ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে)

চর্যাপদ

প্রাথমিক আলোচনা

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম চর্চা শুরু হয় বৌদ্ধ ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের হাত ধরে।
- চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।
- এটি মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনসংগীত।
- চর্যাপদ গান হিসেবে গীত, কবিতা হিসেবে রচিত নয়।
- চর্যাপদের বেশিরভাগ পদ রচনার স্থান: নওগাঁর পাহাড়পুর তথা সোমপুর বিহার।

চর্যাপদের রচনাকাল

- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, চর্যাপদের রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মতে, চর্যাপদের লিপিবদ্ধকাল ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ।

চর্যাপদের আবিষ্কার

- ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহযোগিতায় বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রথম ভারতের নানান পুঁথি সংগ্রহের কাজ শুরু করে।

- ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন 'বিবিধার্থ' পত্রিকার সম্পাদক।
- তিনি ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থে নেপালে সংগৃহীত বৌদ্ধধর্মদর্শন বিষয়ক সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা দেন।
- ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও আসামের পুঁথি সংগ্রহের কাজ করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিনবার নেপাল যান: প্রথমবার ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। দ্বিতীয়বার ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। তৃতীয়বার ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে।
- ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে নেপালের রাজদরবারের সংগ্রহশালা বা 'রয়েল প্যালেস মিউজিয়াম অব নেপাল' থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৪টি পুঁথি খুঁজে পান: চর্যাপদ, সহরপাদের দোহা, কৃষ্ণপাদের দোহা, ডাকার্ণব।
- চর্যাপদের ভাষা বাংলা, বাকিগুলোর ভাষা শৌরসেনী ও অপভ্রংশ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাথে অধ্যাপক সিলভার্স লেভি নেপাল থেকে বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি উদ্ধার করেছেন।

চর্যাপদ প্রকাশ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে সংকলন প্রকাশিত হয়। এখানে চর্যাপদের সঙ্গে ‘ডাকারব’ ও ‘দোহাকোষ’-ও প্রকাশ হয়।

চর্যাপদ বাংলার

- ১৯২৬ সালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) প্রকাশিত হয়।
- এখানে তিনি চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক ও ছন্দগত আলোচনা করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলারই সম্পদ।

চর্যাপদ অনুবাদ

- চর্যাপদ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এটি আবিষ্কার করেন।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৫০টি পদ অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির নাম দেন 'Buddhist Mystic Songs'। এটি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন। এছাড়া ১৯৪২ সালে তিনি চর্যাপদের সঠিক পাঠ নির্ণয় করেন।
- কবি জসীমউদ্দীনের মেয়ে হাসনা মওদুদ 'মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ' নামে চর্যাপদ অনুবাদ করেছেন। এটি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রকাশিত হয়।
- ফরাসি ভাষায় লেখা Les chants mystiques de Känha et de Saraha নামক গবেষণাগ্রন্থটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনা করেন। এখানে কাহুপা ও সরহপার দোহাকোষ এবং চর্যাপদের (পুরোনো বাংলা)-এর পাঠ, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রয়েছে।

চর্যাপদের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য নাম

মুনিদত্ত: চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাকার। এই সংস্কৃত টীকা ও তিব্বতি ভাষার অনুবাদ থেকে চর্যাপদের কবিদের পরিচয় ও ব্যাখ্যা এবং তিব্বতি অনুবাদ থেকে হারিয়ে যাওয়া পদগুলো সম্পর্কে জানা গেছে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার: ১৯২০ সালে প্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন।

ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত: ১৯৪৬ সালে চর্যাপদে অস্তিত্বিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়: চর্যাপদ থেকে বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপ এবং বাক্যগঠনরীতির স্বরূপ দেখিয়েছেন।

চর্যাপদের নাম সম্পর্কিত মত

- চর্যাপদের অপর নামগুলো হলো: আশ্চর্যচর্য্যচয়, চর্য্যচর্য্যবিশিষ্ট, চর্য্যচর্য্যবিশিষ্ট, চর্য্যগীতিকোষবৃত্তি, চর্য্যগীতিকা, চর্য্যগীতিকোষ।
- চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্তের মতে, এর নাম ‘আশ্চর্য্যচর্য্যচয়’।
- নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতে পদগুলোর নাম ‘চর্য্যচর্য্যবিশিষ্ট’।
- এ দুটি নাম মিলিয়ে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ‘চর্য্যচর্য্যবিশিষ্ট’ নামটি পরিকল্পনা করেন।
- কীর্তিচন্দ্র মুনিদত্তের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন ‘চর্য্যগীতিকোষবৃত্তি’ নামে।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে চর্যাপদের নাম ‘চর্য্যচর্য্যবিশিষ্ট’।
- ‘চর্য্যচর্য্যবিশিষ্ট’ অর্থ ‘কোনোটি আচরণীয় কোনোটি আচরণীয় নয়’।
- সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের শুদ্ধ নাম ‘চর্য্যচর্য্যবিশিষ্ট’।
- ‘চর্য্যচর্য্যবিশিষ্ট’ শব্দের অর্থ ‘আশ্চর্য্য জীবনাচরণ’।
- ‘চর্য্য’ শব্দের অর্থ আচরণ।

পদ বিষয়ক তথ্য

- চর্যাপদের মোট পদসংখ্যা ৫০টি। তবে সুকুমার সেন মনে করেন ৫১টি।
- একটি পদ (১১ সংখ্যক) টীকাকার ব্যাখ্যা করেননি।
- লাড়ীডোয়ীপার পদের ব্যাখ্যা ছিল না বলে পুঁথিতে উদ্ধৃত হয়নি।
- উদ্ধারকৃত/প্রাপ্ত পদের সংখ্যা: সাড়ে ছেচল্লিশটি।
- অনুদ্বারকৃত পদের সংখ্যা: সাড়ে তিনটি।
- অনুদ্বার বা বিলুপ্ত পদগুলো হলো: ২৩ নম্বরের শেষাংশ (ভুসুকুপা), ২৪ নম্বর (কাহুপা), ২৫ নম্বর (তল্লীপা), ৪৮ নম্বর (কুকুরীপা)।

পদকর্তা

চর্যাপদে ২৩ জন, মতান্তরে ২৪ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়।

লুই কুকুরী বিরুআ গুণ্ডরী
চাটিল ভুসুকু কাহু কামলি
সরহ শবর আর্য ঢেণ্ণ
দারিক ভাদে তাড়ক কঙ্কন
মহিত্তা বীণা শান্তি ডোম্বী
জয় ধাম তন্ত্রী লাড়ীডোম্বী।

কে কয়টি পদ রচনা করেন

সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহুপা: ১৩টি (মতান্তরে ১২টি)

ভুসুকুপা: ৮টি (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)

সরহপা: ৪টি

কুকুরীপা: ৩টি

শান্তিপা: ২টি

লুইপা: ২টি

শবরপা: ২টি

অন্যরা ১টি করে পদ রচনা করেন।

* প্রথম পদকর্তা: লুইপা।

* শেষ পদকর্তা: শবরপা।

* প্রবীণ পদকর্তা: শবরপা।

* শ্রেষ্ঠ পদকর্তা: কাহুপা।

* ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চর্যাকার শবরপা, আর আধুনিকতম সরহপা বা ভুসুকুপা।

* ড. শহীদুল্লাহর মতে ভুসুকুপা বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন।

* বাঙালি পদকর্তা: লুই, কুকুরী, বিরুআ, ডোম্বী, শবর, ধাম (ধর্ম), জঅনন্দি (জয়নন্দী)। নিজেকে বাঙালি পরিচয় দিয়েছেন ভুসুকুপা। ৪৯ নম্বর পদে তিনি বলেন, “আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী”।

* ছদ্মনাম: কুকুরী, ডোম্বী, শবর, তাড়ক, কঙ্কন, তন্ত্রী।

* নারী পদকর্তা: ড. সুকুমার সেনের মতে, কুকুরী পা নারী ছিলেন। কুকুরীপার ভাষার সঙ্গে নারীদের ভাষার সাদৃশ্য আছে।

পদকর্তাদের আনুমানিক সময়:

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে পদকর্তাদের আনুমানিক সময় এরকম:

শবরপা: ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ

লুই পা: ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দ

ডোম্বী পা: ৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ

বিরুআ পা: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

কাহুপা: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

কুকুরী: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

কম্বলাম্বরপা: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

আর্যদেবপা: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

কঙ্কণপা: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

মহীধরপা: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

ধর্মপা: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

ভাদ্রপা: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

বীণাপা: খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী

শান্তিপা: খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

দারিকপা: খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দী

সরহপা: খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দী

রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে চর্যাকারদের আবির্ভাবকাল:

আর্যদেবপা: খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ

কম্বলাম্বরপা: খ্রিষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ

গুণ্ডরীপা: খ্রিষ্টীয় নবম শতকের প্রথমার্ধ

তন্ত্রীপা: খ্রিষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ

মহীপা: খ্রিষ্টীয় নবম শতকের শেষভাগ

কঙ্কণপা: খ্রিষ্টীয় নবম শতকের শেষভাগ

বীণাপা: খ্রিষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগ

কে কার শিষ্য

মহীধরপা, ধর্মপা, ভাদ্রপা: কাহুপার শিষ্য

আর্যদেবপা: সরহপার শিষ্য

কঙ্কণপা: দারিকপার শিষ্য

বীণাপা: ভাদ্রপার শিষ্য

কম্বলাম্বরপা: বজ্রঘণ্টের শিষ্য ও দারিকপার প্রশিষ্য

গুণ্ডরীপা: সরহপার প্রশিষ্যের প্রশিষ্য

তন্ত্রীপা: জালন্ধরীপার শিষ্য

পদকর্তা ও তাঁদের পদ আলোচনা

লুইপা

৫ লুইপাকে আদি সিদ্ধাচার্য বিবেচনা করা হয়।

৫ তবে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও রাহুল সংকৃত্যায়ন তাঁকে প্রথম বলে স্বীকার করেন না।

৫ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতে লুইপার গুরু শবরপা।

৫ লুইপা বাঙালি বলে অনুমিত।

৫ জন্মস্থান: উড়িষ্যা (অনুমিত)।

৫ তারানাথের মতে, লুইপা বাংলাদেশের গঙ্গার ধারে বাস করতেন।

- ২৫ তাঁর জীবৎকাল ৭৩০-৮১০ সালে।
- ২৬ প্রথম জীবনে উদ্যানের (সোয়াতের) রাজার কায়স্থ বা লেখক ছিলেন।
- ২৭ তখন তাঁর নাম ছিল সামন্ত শুভ।
- ২৮ লুইপা উড়িষ্যার রাজা ও মন্ত্রী গুরু ছিলেন।
- ২৯ 'লুই' শব্দটি 'রোহিত' শব্দ থেকে উদ্ভূত।
- ৩০ 'রোহিত' অর্থ রুইমাছ।
- ৩১ লুইপা ২টি পদ রচনা করেন: ১, ২৯।
- ৩২ মধ্যযুগের 'গোরক্ষ বিজয়' বা 'মীন চেনন' গ্রন্থে উল্লিখিত মীননাথকে লুইপা মনে করা হয়।
- ৩৩ চর্যাপদের প্রথম চরণ: কাআ তরুর পাঞ্চ বি ডাল। (লুইপা)
- ৩৪ লুইপা রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ৫টি। যথা: অভিসময়বিভঙ্গ, বজ্রস্বত্ব সাধন, বুদ্ধোদয়, ভগবদাভিসার, তত্ত্ব সভাব।

গুরুত্বপূর্ণ চরণ:

- ১। কাআ তরুর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিড় করিস মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুছি জাণ।। (চর্যা-১)
- ২। ভাব ন হোই অভাব ন জাই।
আইস সংবোহেঁ কোপতিআই।।
লুই ভণই বট দুলক্স বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ ন জানা। (চর্যা-২৯)

কাহুপা

- ২৫ অনেকের মতে, কাহুপা কবি ও সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
- ২৬ যেসব নামে পরিচিত: কানু পা, কৃষ্ণপাদ।
- ২৭ ভণিতা: কাহু, কাহু, কাহু, কাহু, কাহি, কাহিলা, কাহিল্য।
- ২৮ আবির্ভাব: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কাহুপা অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
- ২৯ তিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষু ও সিদ্ধ।
- ৩০ 'পণ্ডিত-ভিক্ষু' নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন।
- ৩১ বাড়ি ছিল উড়িষ্যা, বাস করতেন সোমপুর বিহারে।
- ৩২ রাহুল সংকৃত্যায়ন কাহু পা বা কৃষ্ণ পাদ বা কৃষ্ণাচার্য পাদ বা কৃষ্ণবজ্র পাদকে অভিন্ন মনে করেন।
- ৩৩ কাহুপা দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন।
- ৩৪ তাঁকে চর্যাপদের 'প্রেমের কবি' বলে অভিহিত করা হয়।
- ৩৫ একাধিক কাহুপার কথা বলেছেন: সুকুমার সেন।

- ২৬ কাহুপা চর্যাপদের সর্বোচ্চ সংখ্যক পদের রচয়িতা।
- ২৭ কাহুপার পদ ১৩টি: ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫। কাহুপার ২৪ নম্বর পদটি পাওয়া যায়নি।
- ২৮ বিষয়বস্তুর বিচারে তিনি তান্ত্রিক ও যোগী ছিলেন।
- ২৯ কাহুপাকে ময়নামতী গানের কানফাযোগী বলে মনে করা হয়।
- ৩০ এছাড়া তিনি ধর্মশাস্ত্র ও সংগীতশাস্ত্রেও দক্ষ ছিলেন।
- ৩১ কাহুপার পদে তৎকালীন সমাজচিত্র ও প্রেম প্রকাশিত হয়েছে।
- ৩২ অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ চরণ:

- ১। আলিএঁ কালিএঁ বাট রুঙ্কেলা।
তা দেখি কাহু বিমন ভইলা।।
কাহু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মনগোঅর সো উআস। (চর্যা-৭)
- ২। তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহু ভব পরিচ্ছন্ন।।
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবগাবণে কাহু বিমন ভইলা।। (চর্যা-৭)
- ৩। নগর বাহিরে ডোম্বী তাহারি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসি বাক্স নাড়িআ।।
আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহু কাপালি জোই লাঙ্গ।। (চর্যা-১০)

ভুসুকু পা

- ২৫ 'ভুসুকু' নামটি কবির প্রকৃত নাম নয়। এটিকে তাঁর ছদ্মনাম বলে মনে করা হয়।
- ২৬ তাঁর প্রকৃত নাম শান্তিদেব।
- ২৭ তিনি সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রিয় রাজপুত্র ছিলেন।
- ২৮ তিনি ছিলেন রাউত বা অশ্বারোহী সৈনিক।
- ২৯ পরে তিনি ভিক্ষু ও সিদ্ধা হন।
- ৩০ ভুসুকু পা নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন।
- ৩১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে বাঙালি বলে অভিহিত করলেও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তা সমর্থন করেননি।
- ৩২ পিতার মৃত্যুর পর তিনি নালন্দায় চলে যান এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন।

- ২৫ সেখানে তিনি জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।
- ২৬ ভুজুর ভু, সুপ্তির সু এবং কুটিরের কু থেকে তাঁকে 'ভুসুকু' নাম দেওয়া হয়।
- ২৭ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মতে, ভুসুকুপা সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন।
- ২৮ তিনি ধর্মপালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন।
- ২৯ চর্যাপদের সংকলনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচনা করেছেন ভুসুকুপা।
- ৩০ ভুসুকু ৮টি পদ রচনা করেছেন: ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯।
- ৩১ মহাযান বৌদ্ধমতে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন: বোধিচর্যাবতার, শিক্ষা সমুচ্চয়, সূত্র সমুচ্চয়।
- ৩২ ভুসুকুপা ছিলেন চিত্রধর্মী কবি।
- ৩৩ তাঁর পদে বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে।
- ৩৪ ভুসুকুপার পদে রয়েছে: পদ্মানদীতে জলদস্যুদের লুণ্ঠনচিত্র, মৃগয়াচিত্র (দুটি পদে)।

গুরুত্বপূর্ণ চরণ:

- ১। অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি। (চর্যা-৬)
- ২। বাজ গাব পাড়া পঁউআ খালে বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ।।
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইল।
নগঅ ঘরিনী চণ্ডালে লেলী।। (চর্যা-৪৯)

শবর পা

- ৩৫ শবরপা বাঙালি ছিলেন।
- ৩৬ প্রথমজীবনে ব্যাধ বা শিকারি ছিলেন।
- ৩৭ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মতে, শবরপা ৬৮০ থেকে ৭৩২ সালে বর্তমান ছিলেন।
- ৩৮ বসবাস করতেন বিক্রমশীলায়।
- ৩৯ জাত: ক্ষত্রিয়।
- ৪০ শবরপায়ের পদ গীতিকবিতার মতো উপভোগ্য হয়েছে।
- ৪১ শবরপার পদে প্রেমলীলার রূপক বর্ণনা আছে।
- ৪২ শবরপা ২টি পদ রচনা করেছেন: ২৮, ৫০।
- ৪৩ শবরপার ২৮ নম্বর বা তাঁর প্রথম পদে নরনারীর মিলন ও প্রেমলীলার বর্ণনা রয়েছে।
- ৪৪ শবরের মৃত্যু নির্বাণলাভের কথা আছে ৫০ নম্বর পদে।
- ৪৫ চর্যাপদের শেষপদ শবরপা রচনা করেছেন।

- ৪৬ চর্যাপদের শেষপদ: হেরি সে সবরো নিবেরবণ ভইলা ফিটিলি যবরালী।।
- ৪৭ কাহুপা তাঁর অপভ্রংশ দোহায় শবরপার প্রশংসা করেছেন।
- ৪৮ শবরপা লুইপার গুরু ছিলেন।
- ৪৯ শবরপার গুরু ছিলেন নাগার্জুন।
- ৫০ সংস্কৃত ও অপভ্রংশ মিলিয়ে শবরপা ১৬টি গ্রন্থ লিখেছেন।
- ৫১ চার শূন্যের মধ্যে মহাশূন্যকে শবরপা 'উদ্যানবটিকা' বলেছেন।
- ৫২ চার শূন্য: শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও প্রভাস্বর শূন্য।

গুরুত্বপূর্ণ চরণ

- ১। উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাজ পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী। (চর্যা-২৮)

সরহপা

- ৫৩ জন্মস্থান: পূর্ব ভারতের রাজ্যদেশ, সম্ভবত উত্তরবঙ্গ-কামরূপ।
- ৫৪ জাত: ব্রাহ্মণ।
- ৫৫ কামরূপের রাজা রত্নপাল তাঁর শিষ্য ছিলেন।
- ৫৬ তিনি এগারো শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন।
- ৫৭ তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেন।
- ৫৮ তাঁর পদাবলীর ভাষা: বঙ্গ-কামরূপী।
- ৫৯ তিনি ছিলেন ভিক্ষু ও সিদ্ধা।
- ৬০ সরহপা মোট চারটি পদ রচনা করেছেন: ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯।
- ৬১ তাঁর ৩৮ নম্বর পদে নৌকার গুণ টানার কথা আছে।
- ৬২ সরহপাদের পদে রয়েছে: সরল তত্ত্ব ও রসিকতার সংমিশ্রণ; ভাষার সরলতা ও ভাবের গভীরতা।

কুকুরী পা

- ৬৩ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মতে, কুকুরীপা বাংলাদেশের মানুষ।
- ৬৪ তিনি ইন্দ্রভূতির অন্যতম গুরু।
- ৬৫ কুকুরীপা অষ্টম শতকের প্রথম দিকের কবি।
- ৬৬ তিনি দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন।
- ৬৭ তিনি দারিকপার সামসময়িক ছিলেন।
- ৬৮ জন্মস্থান: কপিলাবস্তু (রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে)।
- ৬৯ জাত: ব্রাহ্মণ।
- ৭০ 'কুকুরী' ছদ্মনাম।
- ৭১ তারানাথের মতে, তিনি সবসময় একটি কুকুরী সঙ্গে রাখতেন।

- ২৫ কুকুরীপাকে মহিলা কবি মনে করা হয়।
- ২৬ সুকুমার সেনের মতে, কুকুরীপার পদ গ্রাম্য ও ইতর।
- ২৭ কুকুরীপা ৩টি পদ রচনা করেছেন: ২, ২০, ৪৮।
- ২৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাগীতির মধ্যে কুকুরীপার ৪৮ নম্বর পদটি ছিল না।
- ২৯ ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই পদটি সংগ্রহ করেন।
- ৩০ ড. সুকুমার সেন এই পদটির একটি কল্পিত পাঠ তৈরি করেন।
- ৩১ কুকুরীপার সাধন-নিবন্ধ পাওয়া গিয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ চরণ:

- ১। দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুন্ডীরে খাত।। (চর্যা-২)
- ২। হাঁউ নিরাসী খমণ সাঈ।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।। (চর্যা-২০)

শান্তিপা

- ২৫ শান্তিপা বিক্রমশীলায় বাস করতেন।
- ২৬ তিনি বিক্রমশীলা বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন।
- ২৭ তাঁর পূর্ণ নাম: রত্নাকর শান্তি।
- ২৮ শান্তিপা ভুসুকু পার শিষ্য ছিলেন বলে অনুমিত।
- ২৯ শান্তিপার শিষ্য ছিলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ।
- ৩০ শান্তিপার চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি।
- ৩১ শান্তিপা ২টি পদ রচনা করেছেন: ১৫, ২৬।
- ৩২ শান্তিপা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিংহল গিয়েছিলেন।

ডোয়ীপা

- ২৫ ডোয়ীপা ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন।
- ২৬ ডোয়ীপার গুরু ছিলেন বিরুআপা।
- ২৭ তিনি ৭৯০ থেকে ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।
- ২৮ ডোয়ীপা দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন।
- ২৯ বর্ণ: ক্ষত্রিয়।
- ৩০ তিনি মগধে বসবাস করতেন।
- ৩১ ডোমিনী বিয়ে করার কারণে মন্ত্রী ও প্রজাদের বিরাগভাজন হন।
- ৩২ পরে বনে-জঙ্গলে বিহার করে বেড়ান।
- ৩৩ ডোয়ীপা ১টি পদ রচনা করেন: ১৪।

বিরুআপা

- ২৫ বিরুআপা বা বিরুপপা বাঙালি কবি।

- ২৫ তিনি ছিলেন জালন্ধরীপার শিষ্য।
- ২৬ বিরুআপার শিষ্য ডোয়ীপা।
- ২৭ জন্মস্থান: ত্রিপুরা।
- ২৮ তিনি অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন।
- ২৯ বিরুআপা ভিক্ষুরূপে সোমপুর বিহারে বাস করতেন।
- ৩০ তিনি দেবপালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন।
- ৩১ বিরুআপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৩।
- ৩২ বিরুআপার পদে গুঁড়িবাড়ির চিত্র বর্ণিত হয়েছে।

দারিকপা

- ২৫ জন্মস্থান: শালীপুত্র, উড়িষ্যা।
- ২৬ দারিকপা শালীপুত্রের রাজা ছিলেন বলে অনুমিত।
- ২৭ সে হিসেবে দারিকপার অপর নাম ইন্দ্রপাল।
- ২৮ তিনি রাজা বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন।
- ২৯ দারিকপার ভাষা প্রাচীন বাংলা।
- ৩০ দারিকপা লুইপার শিষ্য ছিলেন।
- ৩১ দারিকপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৩৪।

কম্বলাম্বরপা

- ২৫ কম্বলাম্বরপা বা কামলিপা ইন্দ্রভূতি ও জালন্ধরীপার গুরু।
- ২৬ জন্মস্থান: উড়িষ্যা।
- ২৭ তিনি কনকারাম বা কঙ্করের রাজপুত্র বলে কথিত আছে।
- ২৮ তাঁর জীবৎকাল ৮৪০ সাল পর্যন্ত।
- ২৯ তিনি দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন।
- ৩০ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতে, কম্বলাম্বরপা অষ্টম শতকের কবি।
- ৩১ কম্বলাম্বরপা ছিলেন রাজকুমার, ভিক্ষু ও সিদ্ধা।
- ৩২ কম্বলাম্বরপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৮।

আর্যদেবপা

- ২৫ আর্যদেবপা কম্বলাম্বরপার সমকালীন।
- ২৬ তারানাথের মতে, আর্যদেবপা মেবারের রাজা ছিলেন।
- ২৭ আর্যদেবপা ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য।
- ২৮ আর্যদেবপার ভাষা ওড়িয়া।
- ২৯ আর্যদেবপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৩১।

কঙ্কণপা

- ২৫ কঙ্কণপা কম্বলাম্বরপার বংশজ।
- ২৬ প্রথম জীবনে তিনি বিষ্ণুগরের রাজা ছিলেন।
- ২৭ কঙ্কণপার ভাষায় অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- ২৫ তিনি দারিকপার শিষ্য ছিলেন বলে অনুমিত।
- ২৬ কঙ্কণপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৪৪।

মহীধরপা

- ২৭ মহীধরপা বা মহিগুপা কাহুপার শিষ্য।
- ২৮ জন্মস্থান: মগধ।
- ২৯ বর্ণ: শূদ্র।
- ৩০ তিনি বিগ্রহ পাল-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন।
- ৩১ মহীপা দারিকপার শিষ্য ছিলেন।
- ৩২ তাঁর চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি।
- ৩৩ মহীধরপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ১৬।

ধর্মপা

- ৩৪ ধর্মপা বা ধামপা কাহুপার শিষ্য ছিলেন।
- ৩৫ জন্মস্থান: বিক্রমপুর।
- ৩৬ জাত: ব্রাহ্মণ।
- ৩৭ তিনি বিগ্রহ পাল-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন।
- ৩৮ ধর্মপার পদের ভাষা বাংলা।
- ৩৯ ধর্মপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৪৭।

ভাদ্রপা/ভাদেপা

- ৪০ ভাদেপা কাহুপার শিষ্য ছিলেন।
- ৪১ জন্মস্থান: মহিভদ্র।
- ৪২ তিনি বিগ্রহ পাল-নারায়ণ পালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন।
- ৪৩ তিনি পেশায় চিত্রকর ও সিদ্ধা ছিলেন।
- ৪৪ ভাদেপার পদের ভাষা বাংলা।
- ৪৫ ভাদেপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৩৫।

জয়নন্দীপা

- ৪৬ জয়নন্দীপা বা জয়ানন্দপা বাংলাদেশের কোনো এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন।
- ৪৭ জাত: ব্রাহ্মণ।
- ৪৮ তাঁর পদের ভাষা প্রত্ন-মৈথিলি-ওড়িয়া-বাংলা-আসামি।
- ৪৯ জয়নন্দীপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৪৬।

বীণাপা

- ৫০ জন্মস্থান: গহুর।

- ৫১ জাত: ক্ষত্রিয়।
- ৫২ বীণাপার গুরু বুদ্ধপাদ।
- ৫৩ তিনি নবম শতকের মানুষ।
- ৫৪ বীণাপার প্রিয় বাদ্য: বীণা।
- ৫৫ তাঁর পদের ভাষা বাংলা।
- ৫৬ বীণাপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ১৭।

গুণ্ডরীপা

- ৫৭ গুণ্ডরীপা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
- ৫৮ তিনি দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন।
- ৫৯ জন্মস্থান: উশুনগর।
- ৬০ বর্ণ: লোহার বা কর্মকার।
- ৬১ তিনি সরহপার প্রশিষ্যের প্রশিষ্য ছিলেন।
- ৬২ গুণ্ডরীপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৪।

ঢেংঢেংপা

- ৬৩ ঢেংঢেংপা নবম শতকের কবি।
- ৬৪ বর্ণ: তাঁতি।
- ৬৫ জন্মস্থান: অবন্তিনগর-উজ্জয়িনী।
- ৬৬ তিনি দেবপাল-বিগ্রহ পালের সময়ে বর্তমান ছিলেন।
- ৬৭ তাঁর পদে বাঙালি জীবনের দারিদ্র্যের চিত্র প্রকাশিত।
- ৬৮ ঢেংঢেংপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৩৩।

গুরুত্বপূর্ণ চরণ:

- ১। টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। (চর্যা-৩৩)
- ২। বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেটে যামায়।। (চর্যা-৩৩, ঢেংঢেংপা)

চাটিল্পপা

- ৬৯ চাটিল্পপা নবম শতকে বর্তমান ছিলেন।
- ৭০ তিনি দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
- ৭১ চাটিল্পপা ১টি পদ রচনা করেছেন: ৫।
- ৭২ তাঁর পদে নদী ও সাঁকোর উল্লেখ আছে।
- ৭৩ তাঁর পদে জীবনের অস্থিরতা ও আধ্যাত্মিক পথের অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে।

তজ্জীপা

- ৭৪ অপর নাম: তান্তিপাদ।

- ২৫। তল্লীপা ১টি পদ রচনা করেন: ২৫।
- এই পদটি খণ্ডিত অংশে থাকায় তা পাওয়া যায়নি।
- চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ থেকে এই পদটির তথ্য পাওয়া যায়।
- এই পদে ধর্মের উদ্ভব, পাঁচটি কাল, তিন ভুবন ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

চর্যাপদের ভাষা

- ২৬। চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা।
- ২৭। তবে চর্যাপদে ৫টি ভাষার নমুনা পাওয়া যায়: বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি, ওড়িয়া, অসমিয়া।
- ২৮। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে বলেছেন: সাক্ষ্য ভাষা, সাক্ষ্য ভাষা, আলো আঁধারী ভাষা।
- ২৯। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, চর্যাপদে পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম কথ্য ভাষার নমুনা পাওয়া যায়।
- ৩০। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মতে, চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন বঙ্গকামরূপী।
- ৩১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মতানুসারে পদকর্তাদের ভাষা:
 ১. আর্যদেবের ভাষা ওড়িয়া।
 ২. কঙ্কণের ভাষা অপভ্রংশের ছাপযুক্ত।
 ৩. মহীধরের ভাষা মৈথিলি।
 ৪. শান্তিপাদের ভাষা মৈথিলি।
 ৫. জয়নন্দির ভাষা আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনরূপ।
 ৬. কাহ্ন, সরহ ও ভুসুকুর ভাষা প্রাচীন বাংলা বঙ্গকামরূপী।

চর্যাপদের তত্ত্ব

- ৩২। চর্যার প্রধান তত্ত্ব: মহাসুখরূপ নির্বাণলাভ।
- ৩৩। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা চর্যাপদে বিধৃত।
- ৩৪। চর্যাপদে গোপন তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্যাকে প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়েছে।
- ৩৫। এতে বজ্রযানের সাধনপ্রণালী ও তত্ত্ব বিধৃত রয়েছে।
- ৩৬। চর্যাপদে দার্শনিক তত্ত্ব নয়, সাধনতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে।
- ৩৭। বাউল তত্ত্বের সঙ্গেও চর্যাপদে সাদৃশ্য আছে।

চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য

- ৩৮। চর্যাপদ প্রধানত তত্ত্ববাদ-বাহক, কবিতা সেখানে গৌণ।
- ৩৯। তবে চর্যাপদ কেবল জ্ঞানের বিষয় নয়, ভাবের বিষয়।

- ৪০। স্বতঃস্ফূর্ত রসের আবেদন ও শিল্পকৌশল একে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।
- ৪১। মূলত সাধনসংগীত হলেও চর্যাপদের অলংকার ও ছন্দ একে সাহিত্যিক মূল্য দান করেছে।
- ৪২। চর্যাকারগণ তত্ত্বদর্শন প্রকাশে নানান চিত্রকল্পের প্রয়োগ করেছেন। এসব চিত্রে শিল্পমর্যাদা বিদ্যমান।

চর্যাপদের ছন্দ অলংকার

- ৪৩। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মতানুসারে, চর্যাপদের অধিকাংশ পদ পাদাকুলক ছন্দে রচিত।
- ৪৪। অন্য মতে, চর্যাপদের ছন্দ পজবাটিকা।
- ৪৫। চর্যাপদের ছন্দে সংস্কৃত পজবাটিকা ছন্দের প্রভাব রয়েছে।
- ৪৬। পাদাকুলক ও পজবাটিকা উভয় ছন্দের প্রতি চরণে ১৬ মাত্রা ও ৪টি পর্ব থাকে; প্রতি পর্বে থাকে ৪ মাত্রা।
- ৪৭। আরেক মতে, পয়ার-ত্রিবেদী তথা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রবণতা রয়েছে চর্যাপদে।
- ৪৮। চর্যাপদের ছন্দ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের রীতিতে গঠিত।
- ৪৯। চর্যাপদে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপকল্প ও অনুগ্রাস পাওয়া যায়।
- ৫০। পদগুলোতে অনুগ্রাসের প্রাধান্য আছে।
- ৫১। চর্যাপদের রস: শৃঙ্গার রস।

চর্যাপদের রাগসমূহ:

- ৫২। চর্যাপদে ১৮টি রাগের উল্লেখ আছে: পটমঞ্জরী, গবড়া (গউড়া), অরু, গুজরী (গুজরী), দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরব (ভৈরবী), কামোদ, ধনসী, রামক্রী, ইন্দ্রতাল, শবরী, বলাডি (বলাড়ি/বরাড়ি), মল্লারী, মালসী, মালসী গবুড়া, কাহ্নগুজরী, বঙ্গাল।
- ৫৩। তল্লীপার ২৫ নম্বর পদে কোনো রাগের নাম উল্লেখ নেই।

চর্যাপদে প্রবাদ:

চর্যাপদে ৬টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়:

১. অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। (ভুসুকুপা, পদ-৬)

আধুনিক বাংলা: হরিণ তার মাংসের জন্যই সবার শত্রু।

২. হাথে রে কান্ধন মা লোউ দাপন। (সরহপা, পদ-৩২)

আধুনিক বাংলা: হাতের কাঁকন দেখার জন্য আয়নার দরকার হয় না।

৩. হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেসী। (ঢেণ্ণপা, পদ-৩৩)

আধুনিক বাংলা: হাড়িতে ভাত নেই, কিন্তু নিত্য প্রেমিকেরা এসে ভিড় করে।

৪. দুহিল দুধ কি বেটে ঝামায়? (ঢেংঢেংপা, পদ-৩৩)

আধুনিক বাংলা: দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?

৫. বর সুণ গোহালী কিমো দুঠ বলদেঁ (সরহপা, পদ-৩৯)

আধুনিক বাংলা: দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

৬. অণ চাহন্তে আণ বিনঠা (কঙ্কণপা, পদ-৪৪)

আধুনিক বাংলা: এক দিকে চাইতে অন্য দিক বিনষ্ট হলো।

চর্যাপদে সমাজচিত্র

১. চর্যাপদে সমাজের নিচু স্তরের মানুষের কথা রয়েছে।
২. কাপালিক, যোগী, ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী, ব্যাধ, তাঁতি, ধুনরী, গুঁড়ি, নট-নটী, পতিতা প্রভৃতির কথা আছে।
৩. দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ ও অশান্তির চিত্র আছে।
৪. হরিণ ও মাছ শিকারের কথা আছে।
৫. নৌবাণিজ্য ও বস্ত্র উৎপাদনের উল্লেখ আছে।
৬. নদীর চিত্র, নৌকা চালনা, গুণ টানা, জল সেচার বিবরণ আছে।
৭. তাঁত বোনা ও চাক্কার তৈরির কথা আছে।
৮. কোটালের দুঃশাসনের কথা উল্লেখ আছে।
৯. ডাকাত ও জলদস্যুর উল্লেখ আছে।
১০. নাগরালি, কামচণ্ডালী, ছিনালী, পতিতা, লম্পট ইত্যাদি রূপকের ব্যবহার আছে।
১১. শৃঙ্গুর-শাশুড়ি-ননদ-শালী নিয়ে যৌথ পরিবারের কথা আছে।
১২. বিয়ের চিত্র, বাসরঘর, যৌতুক প্রথা ও বহুবিবাহের উল্লেখ আছে।
১৩. মদ্যপান, কর্পূর দিয়ে পান খাওয়া, নাচ-গান, দাবা খেলার কথা আছে।
১৪. গ্রামের চিত্র নেই, নগরের চিত্র আছে।
১৫. রমণীর খোঁপায় ফুল ও গলায় ফুলের মালার কথা আছে।
১৬. হাতিয়ার: কুঠার, টাঙ্গি, নখলি (খস্তা) প্রভৃতি।
১৭. বাসনপত্র: হাড়ি, পিটা, খড়ি, খুড়লি প্রভৃতি।
১৮. তালা, চাবি, আয়না প্রভৃতির উল্লেখ আছে।
১৯. পূজা-অর্চনার কথা আছে।
২০. হাতি পোষা ও হাতি শিকারের কথা আছে।

বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের প্রভাব

- ২ বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি, বাউলগান ও মারফতি গানের মধ্যেও চর্যাপদের প্রচলিত প্রভাব দেখা যায়।
- ২ মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেটে চর্যাপদের ছন্দ ও অঙ্করযোজনার রূপ দেখা যায়।
- ২ রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতির মধ্যে চর্যাপদের ছায়া আছে।
- ২ অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসুর মতে, রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কবিতায় চর্যাপদের প্রভাব আছে।
- ২ চর্যাপদের ৮ নম্বর পদের (কম্বলান্বয়পা রচিত) সঙ্গে ‘সোনার তরী’ কবিতার সাদৃশ্য পাওয়া যায়: সোনে ভরিলী করুণা নাবী। রূপা থোই নাই কে ঠাবী।। অর্থ: সোনায় পরিপূর্ণ আমার করুণা-নৌকা; রূপা যে রাখব, তার জায়গা নেই।

নবচর্যাপদ

নবচর্যাপদ হলো চর্যাপদের একটি সম্প্রসারিত সংকলন। শশীভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নেপাল ও তরাইভূমি থেকে ২০টি প্রাচীন পুঁথি থেকে গবেষণা করে ২৫০টি পদ আবিষ্কার করেছিলেন। পরে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় ১৯৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই পদগুলোর সংকলন প্রকাশিত হয়।

নতুন চর্যাপদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে ২০১৭ সালে ‘নতুন চর্যাপদ’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ২০০৮ সালে নেপালের জাতীয় আর্কাইভে চর্যাপদের পুঁথি সন্ধান করে তিনি বিফল হন। তবে কাঠমান্ডু ও আশপাশের বিভিন্ন বজ্রযানী মন্দিরে পুঁথি সংগ্রহ করতে গিয়ে চর্যা পুস্তকের দুটি সংকলন পান। এরপর প্রায় দুই বছরের চেষ্টায় তিনি এর পাঠ উদ্ধার ও সম্পাদনা করেন। এই পদগুলো অষ্টম থেকে বিশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে।

পরিচয়

সময়: ১২০১ খ্রি. - ১৩৫০ খ্রি.

অন্ধকার যুগকে 'সাক্ষ্য যুগ' বলেও অভিহিত করা হয়।

অন্ধকার যুগের সাহিত্য

এ সময়ের সাহিত্য-নিদর্শনগুলো হলো:

১. প্রাকৃত পৈঙ্গল
২. শূন্যপুরাণ
৩. সেক শুভোদয়া
৪. ডাক ও খনার বচন

প্রাকৃত পৈঙ্গল

লেখক: শ্রীহর্ষ।

সংকলক: পিঙ্গল।

- এটি অন্ধকার যুগের প্রথম সাহিত্য-নিদর্শন।
- এর ভাষা- অপ্রভংশ (মতান্তরে প্রাকৃত বা শৌরসেনী প্রাকৃত)।
- এ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়।
- এটি একটি গীতিকবিতার সংকলন।
- এটি জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রচিত।
- এ গ্রন্থে রাধা ও গোপলীলার উল্লেখ আছে।
- এখানে রাধারাণীকে পৌরাণিক দেবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
- এতে বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে 'রাই'-এর উল্লেখ আছে।
- শিবের প্রসঙ্গ আছে।

শূন্যপুরাণ

লেখক: রামাই পণ্ডিত।

- এটি ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ।
- রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজাকে সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।
- গদ্যপদ্য-মিশ্রিত চম্পুকাব্য।

- এখানে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে।
- এর অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো হলো 'নিরঞ্জনের উষ্মা (বা, রুশ্মা)। এখানে মুসলিম পির-গাজি কর্তৃক ব্রাহ্মণদের অত্যাচার তেকে বৌদ্ধদের রক্ষা করার বিবরণ আছে।
- রামাই পণ্ডিতের ভূমিকায় পাওয়া 'শূন্যপুরাণ' অনুসারে নগেন্দ্রনাথ বসু এর নামকরণ করেন 'শূন্যপুরাণ'।
- শূন্যপুরাণ-এ অধ্যায়সংখ্যা ৫১।
- এর প্রথম ৫টি অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা আছে।
- এতে ধর্মদেবতা নিরঞ্জনের যে কল্পনা করা হয়েছে, তা বৌদ্ধদের শূন্যবাদের অনুরূপ।
- পরের ৪৬টি অধ্যায়ে ধর্মপূজার রীতি-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।
- শেষের দুটি অধ্যায়ে নাথদেবতার উল্লেখ আছে।
- বাংলা সাহিত্যে শূন্যপুরাণ শিল্পকর্ম হিসেবে নয়, ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়ে আসছে।
- এর ভাষা- সংস্কৃত।

সেক শুভোদয়া

লেখক: হলয়ুধ মিশ্র।

- হলয়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন।
- 'সেক শুভোদয়া' সংস্কৃত গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য।
- শেখদের (মুসলমানদের) আগমন ও তাদের গৌরব ও পিরমাহাওয়া বর্ণনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।
- এ গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র শেখ শাহজালাল।
- এখানে হিন্দু ধর্মের নানা আচার-সংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে।
- এর ভাষা- সংস্কৃত (অশুদ্ধ ও দুর্বল)।
- এতে অধ্যায় রয়েছে ২৫টি।
- এতে বাংলা ভাষায় ১টি বচন, ২টি গীত ও ৫টি ছড়া-জাতীয় শ্লোক আছে।

অনুবাদ-সাহিত্য

বাংলা
সাহিত্য

সংস্কৃত পৌরাণিক কাব্য

রামায়ণ

অনুবাদক: কৃত্তিবাস, অডুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, দ্বিজ গঙ্গা-নারায়ণ, ঘনশ্যাম দাস, ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, রামশঙ্কর, কৈলাস বসু, ষষ্ঠীবর সেন, শিবচন্দ্র সেন, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনন্দন গোস্বামী, রামানন্দ ঘোষ প্রমুখ।

মূলগ্রন্থ/উৎস: বাল্মীকি-রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অডুত রামায়ণ, যোগবশিষ্ট রামায়ণ এবং রামকথা বিষয়ক অন্যান্য পুরাণ।

মহাভারত

অনুবাদক: কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নদী, সঞ্জয়, রামচন্দ্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ, কাশীরাম দাস, দ্বিজ অভিরাম, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বৈপায়ন দাস, কৃষ্ণরাম প্রমুখ।

মূলগ্রন্থ/উৎস:

ব্যাসদেবকৃত মহাভারত, জৈমিনি-ভরত ও অন্যান্য পুরাণকথা।

প্রেমাখ্যান নাটক

ভাগবত (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, গোপালবিজয়, কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী)।

অনুবাদক: মালাধর বসু, সনাতন বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণকিঙ্কর, দ্বিজ হরিদাস, অভিরাম দত্ত, কবি শেখর, কবিচন্দ্র, দ্বিজ মাধব, পরশুরাম চক্রবর্তী প্রমুখ।

মূলগ্রন্থ/উৎস:

ভাগবত পুরাণ (ব্যাসদেবকৃত), বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি।

কৃষ্ণকর্ণামৃত

অনুবাদক: যদুনন্দন দাস।

মূলগ্রন্থ/উৎস: কৃষ্ণকর্ণামৃত (বিষ্ণুমঙ্গল-কৃত) ও সারঙ্গরঙ্গ-দা (কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত)।

দানলীলা-চন্দ্রামৃত

অনুবাদক: যদুনন্দন দাস।

মূলগ্রন্থ/উৎস: দানকেলি-কৌমুদী (রূপগোস্বামীকৃত)।

গোবিন্দবিলাস

অনুবাদক: যদুনন্দন দাস।

মূলগ্রন্থ/উৎস: গোবিন্দলীলা-মৃত (কৃষ্ণ-দাস কবিরাজকৃত)।

হংসদূত

অনুবাদক: নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস।

মূলগ্রন্থ/উৎস: হংসদূত (রূপগোস্বামী কৃত)।

বিলাপকুসুমাজলি

অনুবাদক: রাধাবল্লভ দাস।

মূলগ্রন্থ/উৎস: বিলাপকুসুমাজলি (রঘুনাথ গোস্বামীকৃত)

বিদ্যাসুন্দর

অনুবাদক: দ্বিজ শ্রীধর, সাবিরিদি খান।

মূলগ্রন্থ/উৎস:

চৌরপঞ্চাশিকা (বিলহণ-কৃত), বিদ্যাসুন্দরম (বররুচিকৃত)।

শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়

অনুবাদক: প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

মূলগ্রন্থ/উৎস: শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় (কবিকর্ণপুর রচিত)।

জগন্নাথবল্লভ

অনুবাদক: লোচনানন্দ দাস ও অকিঞ্চন দাস।

মূলগ্রন্থ/উৎস: জগন্নাথবল্লভ (রামানন্দ রায় কৃত)।

রসকদম্ব

অনুবাদক: যদুনন্দন দাস।

মূলগ্রন্থ/উৎস: বিদগ্ধমাধব (রূপগোস্বামীকৃত)।

আরবি ধর্মীয় গ্রন্থ

নবীবংশ

অনুবাদক: সৈয়দ সুলতান।

মূলগ্রন্থ/উৎস: কাসাসুল আশিয়া।

আশ্বিনাবাগী

অনুবাদক: হেয়াত মাহমুদ।

মূলগ্রন্থ/উৎস: কাসাসুল আশিয়া।

কিফায়িতুল মুসল্লীন ও কায়দানি কেতাব

অনুবাদক: শেখ মুত্তালিব।

মূলগ্রন্থ/উৎস: ফিকাহ-হাদিস ইত্যাদি।

দাকাইকুল ইকাইক

অনুবাদক: সৈয়দ নুরউদ্দীন।

মূলগ্রন্থ/উৎস:

কনজুদ-কদায়িক (ইমাম হাফিজুদ্দীন আবুল বরকত আবদুল্লাহ)

সায়াতনামা

অনুবাদক: মুজাম্মিল।

মূলগ্রন্থ/উৎস: ইলমুস-সায়াত।

ফারসি প্রেমাকথ্যান

ইউসুফ-জোলেখা

অনুবাদক:

শাহ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ।

মূলগ্রন্থ/উৎস: ইউসুফ ওয়া জুলায়খা (জামীকৃত)।

লায়লী-মজনু

অনুবাদক: দৌলত উজীর বাহরাম খান।

মূলগ্রন্থ/উৎস: লায়লা ওয়া মজনুন (নিজামীকৃত)।

হানিফা ও কয়রাপরী

অনুবাদক: সাবিরিদ খান।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান

অনুবাদক: দোনা গাজী চৌধুরী, আলাওল, ইব্রাহিম।

মূলগ্রন্থ/উৎস: আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা।

সপ্তপয়কর

অনুবাদক: আলাওল।

মূলগ্রন্থ/উৎস: হপ্তপয়কর (নিজামীকৃত)।

সিকান্দরনামা

অনুবাদক: আলাওল।

মূলগ্রন্থ/উৎস: সিকান্দরনামা (নিজামীকৃত)।

জেবলমুলুক শামারুখ

অনুবাদক: সৈয়দ মুহম্মদ আকবর।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

গুলেবকাওলী

অনুবাদক: নওয়াজিস খান, মুহম্মদ মুকীম।

মূলগ্রন্থ/উৎস: কাজুমুলক গুল-ই বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহকৃত)

ধর্মীয় গ্রন্থ

নসিহৎনামা

অনুবাদক: শেখ পরান, আবদুল হাকিম, শেখ সুলায়মান।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

সিহাবুদ্দীন নামা

অনুবাদক: আবদুল হাকিম।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

নূরনামা

অনুবাদক:

আবদুল হাকিম, আবদুল করিম ও মীর মুহম্মদ শফী।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

তোহফা

অনুবাদক: আলাওল।

মূলগ্রন্থ/উৎস: তোহফাতুন নেসায়েহ (ইউসুফ গদাকৃত)

ফায়েদুল মুজদী

অনুবাদক: মুহম্মদ মুকীম, বালক ফকীর।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

ফিকরনামা

অনুবাদক: শেখ শেরবাজ চৌধুরী।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

মুসার সওয়াল

অনুবাদক: নসরুল্লাহ খান, মুহম্মদ আকিল।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

তুতীনামা

অনুবাদক: মুহম্মদ নকী।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

হাতেম তাই

অনুবাদক: সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা।

মূলগ্রন্থ/উৎস: আলোফ লায়লা ওয়া লায়লা

আমীর হামজা

অনুবাদক: আবদুন নবী, সৈয়দ হামজা।

মূলগ্রন্থ/উৎস:

কিস্সা-ই-আমীর হামজা (মোল্লা জালাল বালখি কৃত)

শোককাব্য

মকতুল হোসেন

অনুবাদক: মুহম্মদ খান, ফকির গরীবুল্লাহ।

মূলগ্রন্থ/উৎস: অজ্ঞাত।

হিন্দি প্রেমাকথান

সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী

অনুবাদক: দৌলত কাজী, আলাওল।

মূলগ্রন্থ/উৎস:

মৈনাসত (সাধনকৃত), চন্দায়ন (মোল্লা দাউদকৃত)।

পদ্মাবতী

অনুবাদক: আলাওল।

মূলগ্রন্থ/উৎস: পদুমাবত (মালিক মুহম্মদ জায়সীকৃত)।

মধুমালতী

অনুবাদক:

মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ চুহর, শাকের মুহম্মদ।

মূলগ্রন্থ/উৎস: মধুমালত (মনবানকৃত)

মৃগাবতী

অনুবাদক:

মুহম্মদ মুকীম, ভাবনন্দ (হরিবংশ), দ্বিজ পশুপতি (চন্দ্রাবলী), করীমুল্লাহ (যামিনীভবন)।

মূলগ্রন্থ/উৎস: মৃগাবত (কুতবনকৃত)

লেখক

০১

রামায়ণ

বাংলা
সাহিত্য

রামায়ণের পরিচয়

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও আদি মহাকাব্য রামায়ণ।
- সংস্কৃত কবি বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে সমগ্র ভারত-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।
- বাল্মীকি তমসা নদীর তীরে বসে এটি রচনা করেন।
- বাল্মীকি অর্থ উইপোকার টিবি।
- বাল্মীকির প্রকৃত নাম রত্নাকর দস্যু।
- শিল্পসম্মত ও আলঙ্কারিক কাব্যকৃতিরূপে রামায়ণই প্রথম কাব্য।
- রামায়ণ মহাকাব্যে আর্থ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বাত্মক বিকাশের রূপ ফুটে উঠেছে।
- রামায়ণের শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার।
- শ্লোকগুলো ৩২ অক্ষরভুক্ত অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত।
- রামায়ণের সর্গসংখ্যা ৫০০।
- এতে চরণ বা পঙক্তি আছে ৪৮০০০টি।

- রামায়ণ সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত: বল, অযোধ্যা, আরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড।
- প্রথম ও শেষ কাণ্ড দুটি বাল্মীকির রচিত নয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।
- এই দুই কাণ্ডে রামকে বিষ্ণুর অবতার বলে নির্দেশ করে ভক্তি দেখানো হয়েছে।
- বাকি পাঁচটি কাণ্ডও সংহত ও মহাকাব্যের রীতি অনুসারে রচিত এবং এগুলোতে রাম বীর ও আদর্শ চরিত্র রূপে অঙ্কিত হয়েছে।
- রামায়ণের প্রধান চরিত্রসমূহ: রাম, সীতা, হনুমান, লক্ষ্মণ, রাবণ, দশরথ, সুমিত্রা।

বাংলায় অনূদিত রামায়ণের রচয়িতাগণ

কৃত্তিবাস

- বাল্মীকির রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করে কবি কৃত্তিবাস মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম জয়যাত্রা শুরু করেন।

- ২ বাংলা ভাষায় রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা।
- ২ গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের নির্দেশে কৃত্তিবাস এ অনুবাদ করেন।
- ২ তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীরাম পাঁচালী'।
- ২ উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে এটি মুদ্রিত হয়।
- ২ কৃত্তিবাসের রামায়ণ করুণ রসের কাব্য।
- ২ এটি পয়ার ছন্দে রচিত।
- ২ কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ থেকে কাহিনির সারভাগ গ্রহণ করে নিজের কল্পনার সঙ্গে পুরাণ ও অন্যান্য রামায়ণের ঘটনা মিলিয়ে পুরাতনী রামায়ণী কথাকে বাঙালির মনোভাবের অনুকূলে বর্ণনা করেছেন।
- ২ কৃত্তিবাস গান গাওয়ার জন্য রামায়ণকে পাঁচালী হিসেবে রচনা করেছিলেন, মহাকাব্য হিসেবে পড়ার জন্য নয়।
- ২ ড. সুকুমার সেন কৃত্তিবাসের রামায়ণকে 'অসমসাহসিকতার নামান্তর' বলে উল্লেখ করেছেন।
- ২ রামায়ণ অনুবাদের জন্য মধুসূদন দত্ত কৃত্তিবাসকে 'বঙ্গের অলংকার' উপাধি দেন।

অদ্ভুতচার্য

- ২ কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য।
- ২ তিনি 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণকথা' রচনা করেছিলেন বলে এ নামে পরিচিত হন।
- ২ পাবনা জেলার সোনাবাজু পরগনায় অমৃতকুণ্ড গ্রামে জন্ম।

- ২ তিনি সম্রাট আকবরের সামসময়িক ষোলো শতকের কবি।

চন্দ্রাবতী

- ২ রামায়ণের প্রথম ও একমাত্র মহিলা অনুবাদক।
- ২ মহিলা কবি চন্দ্রাবতী কিশোরগঞ্জ জেলার অধিবাসী ছিলেন।
- ২ ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, তিনি ১৫৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।
- ২ তাঁর পিতা ছিলেন 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কবি দ্বিজ বংশীদাস।
- ২ 'মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারামের পালা' চন্দ্রাবতীর উল্লেখযোগ্য রচনা।
- ২ কবি চন্দ্রাবতী নিজের জীবনে প্রেমের করুণ পরিণতির জন্য নিজেই লোককাব্যের নায়িকা হিসেবে পরিচিতা। চন্দ্রাবতীর বাল্যবন্ধু জয়ানন্দের সঙ্গে প্রেমের কারণে তাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়। এমন সময় জয়ানন্দ এক মুসলমান মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলে। কিছুদিন পর অনুতপ্ত হয়ে জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে আসে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেয়। জীবনের গভীর বেদনা ভুলে থাকার জন্য চন্দ্রাবতী ফুলেশ্বরী নদীর তীরে শিবমন্দিরে উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।
- ২ পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করে জীবনের বেদনা ভুলতে চেয়েছিলেন।

মহাভারতের পরিচয়

- ২ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব থেকে (প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে) কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা উপকাহিনী নিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায় 'মহাভারত' মহাকাব্য রচনা করেন।
- ২ মহাভারতের এ যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ছিল ১৮ দিন।
- ২ 'মহাভারত'-এর খণ্ড বা পর্ব ১৮টি।
- ২ উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত মহাভারতের পর্বসংখ্যা ১৮।
- ২ দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত মহাভারতের পর্বসংখ্যা ২৮।
- ২ এতে শ্লোক আছে ৮৫ হাজার।

- ২ মহাভারত-এ চরণ বা পঙ্ক্তি আছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার।
- ২ উল্লেখযোগ্য চরিত্রসমূহ: যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব (পঞ্চপাণ্ডব), কুচক্রী শকুনি মামা, দ্রৌপদী (পঞ্চপাণ্ডবের এক স্ত্রী), কুন্তী (যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীমের মা)।

বাংলায় অনূদিত মহাভারতের রচয়িতাগণ

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

- ২ বাংলা ভাষায় মহাভারত কাব্যের প্রথম অনুবাদক কবি ছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

- ২ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ষোলো শতকের কবি।
- ২ গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের (১৪৯৬-১৫১৮) সেনাপতি লক্ষ্মণ পরাগল খানের উৎসাহে কবি এ কাব্য রচনা করেছিলেন।
- ২ তাই তাঁর কাব্যটি 'পরাগলী মহাভারত' নামে খ্যাত।
- ২ এর অপর নাম 'বিজয়পাণ্ডব কথা' বা 'ভারত পাঁচালী'।

শ্রীকর নন্দী

- ২ মহাভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী।
- ২ তিনি পরাগল খানের পুত্র ছুটিখানের আদেশে মহাভারত রচনা করেন।
- ২ জৈমিনি মহাভারতের ওপর নির্ভর করে কেবল 'অশ্বমেধ পর্বের' অংশ নিয়ে এটি রচিত।
- ২ তাঁর কাব্যটি 'ছুটিখানী মহাভারত' নামে পরিচিত।

কাশীরাম দাস

- ২ তিনি মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

- ২ সতের শতকের কবি সামাজে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম কাশীরাম দাস।
- ২ তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ভারত-পাঁচালী'।
- ২ কাশীরাম দাসের মহাভারত 'কাশীদাসী মহাভারত' নামে সমধিক পরিচিত।
- ২ তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাভারতের অনুসরণে 'মহাভারত' রচনা করেন।
- ২ সতেরো শতকের একেবারে প্রথমাই (১৬০২-৩ সালে) আদি পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল, বিরাট পর্বের সমাপ্তিকাল (১৬০৪-৫ সাল)।।
- ২ তাঁর বিখ্যাত পঙক্তি:
'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।'
- ২ কাশীরাম দাস মহাভারতের চার পর্ব আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের কিছু অংশমাত্র রচনা করেছিলেন। কাব্যের অবশিষ্ট অংশ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম এবং অপর কয়েকজন কবি সমাপ্ত করেছেন।

লেখক

০১

ভাগবত

বাংলা
সাহিত্য

পরিচয়

- ২ 'শ্রীমদ্ভাগবত' একটি ভক্তিবাদী ধর্মগ্রন্থ।
- ২ এটি হিন্দুদের মহাপুরাণ হিসেবে পরিচিত।
- ২ এটিই ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত প্রথম হিন্দু পুরাণ।
- ২ এতে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূল আদর্শ সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথার বর্ণনাভঙ্গিতে।
- ২ এখানে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলীলা বা শ্রীকৃষ্ণজীবনের বিবৃতিও লক্ষ করা যায়।
- ২ ভাগবতে শাস্ত্রালোচনা ও কাহিনিবিন্যাস অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হয়ে আছে।
- ২ বিষ্ণুর ২৪ জন অবতারের কাহিনি ভাগবতের মূল উপজীব্য।

রচনা ও অনুবাদ

- ২ মূল রচয়িতা বেদব্যাস।
- ২ এর রচনাকাল ৯ম-১০ম শতাব্দী।
- ২ এর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক মালাধর বসু।
- ২ মালাধর বসু বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের দ্বিতীয় কবি।
- ২ তাঁর উপাধি গুণরাজ খান।
- ২ রুকনুদ্দিক বারবক শাহ কর্তৃক তিনি এ উপাধি প্রাপ্ত হন।
- ২ মালাধর বসুর গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
- ২ ভাগবতের খণ্ডসংখ্যা ১২।
- ২ ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ভাগবতের ৩টি ফারসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।